কর প্রদান (সম্পত্তি হস্তান্তর) আইন, ১৯৪৯

১৯৪৯-এর ২২ নং আইন

[১লা জন্ন, ১৯৮৪ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তির হস্তান্তর রেজিস্ট্রীকৃত হইবার পূর্বে করসমূহ প্রদানের জন্য ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

[২২শে এপ্রিল, ১৯৪৯]

যেহেতু কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তির হস্তান্তর রেজিস্ট্রীকৃত হইবার পূর্বে করসমূহ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা করা সংগত ;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইলঃ—

১। (১) এই আইন কর প্রদান (সম্পত্তি হস্তান্তর) আইন, ১৯৪৯ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

২। এই আইন এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইবে— আইনের প্রয়োগ।

(i) যিনি, ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার কারণে, অথবা অসামরিক গোলযোগের বা ঐরূপ গোলযোগের আশংকার কারণে, ভারতের বহিঃস্থ কোন স্থানের উদ্দেশ্যে ভারতস্থ কোন স্থান ত্যাগ করেন বা ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ হইতে ত্যাগ করিয়াছেন, অথবা যিনি উক্ত তারিখ হইতে ভারতের বাহিরে কোন স্থানে বসবাস করিতেছেন; অথবা

১৯২২-এর ১১। (ii) যিনি, ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২-এর ৫ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট আয়কর প্রাধিকারিগণের কাহারও অভিমতে, অথবা কোন উদ্বাস্তু-সম্পত্তি অভিরক্ষক বা কোন সমাহর্তার অভিমতে, ভারতের বাহিরে কোন স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার অভিপ্রায়ে ভারত ত্যাগ করিবেন বলিয়া সম্ভাবনা আছে, এবং যে অঞ্চলে ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন সম্পত্তি অবস্থিত সেই অঞ্চলের রেজিস্ট্রীকরণ আধিকারিক যাঁহার সম্পর্কে ঐরূপ কোন আয়কর প্রাধিকারী বা উদ্বাস্তু-সম্পত্তি অভিরক্ষক বা সমাহর্তার নিকট হইতে এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে ঐ ব্যক্তি এরূপ একজন ব্যক্তি যাঁহার প্রতি এই আইন প্রযুক্ত হইবে।

১৯০৮-এর ১৬। ৩। (১) যেস্থলে, ভারতীয় রেজিস্ট্রীকরণ আইন, ১৯০৮-এর ১৭ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণ, (খ) প্রকরণ ও (গ) প্রকরণের বিধানসমূহ অনুযায়ী রেজিস্ট্রীকৃত হওয়া আবশ্যক এরূপ কোন লেখ্য, এই আইন যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হয় সেরূপ কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন কৃষিভূমি ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিতে কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ হস্তান্তরিত, সমনুদেশিত, পরিসীমিত বা বিলুপ্ত করে বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত আইন অনুযায়ী নিযুক্ত কোনও রেজিস্ট্রীকরণ আধিকারিক ঐরূপ কোনও লেখ্য রেজিস্ট্রী করিবেন না, যদি না যে অঞ্চলে ঐ সম্পত্তি অবস্থিত সেই অঞ্চলের আয়কর আধিকারিক কর্তৃক, যে ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ ঐ লেখ্যের শর্তাবলী অনুযায়ী ঐভাবে হস্তান্তরিত, লেখ্যসমূহের রেজিস্ট্রীকরণের পূর্বে করসমূহ প্রদান।

সমনুদেশিত, পরিসীমিত বা বিলুপ্ত করা হইতেছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, ইহা শংসিত হয় যে—

(ক) ঐরূপ ব্যক্তি ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২, 1922-এর ১১। অতিলাভ কর আইন, ১৯৪০, অথবা ব্যবসায়িক ১৯৪০-এর ১৫। লাভ কর আইন, ১৯৪৭ অনুযায়ী নির্ধার বা ১৯৪৭-এর ২১। করাধানের দায়িতাধীন নহেন; অথবা

(খ) ঐরূপ ব্যক্তি এই উপধারার (ক) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট কোন আইন অনুযায়ী সকল বিদ্যমান বা পূর্বানুমিত দায়িতা হয় প্রদান করিয়াছেন না হয় প্রদান করিবার জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিয়াছেন; অথবা

(গ) আয়কর আধিকারিকের অন্যথা প্রতীতি হইয়াছে যে, ঐ লেখ্যের রেজিস্ট্রীকরণ দ্বারা এই উপধারার (খ) প্রকরণে উল্লিখিত সকল বিদ্যমান বা পূর্বানুমিত দায়িতার আদায় হানিকরভাবে প্রভাবিত হইবে না।

(২) প্রত্যেক আয়কর আধিকারিক, যিনি (১) উপধারা অনুযায়ী কোন শংসাপত্র প্রদান করিতে প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি প্রত্যাখ্যানের একটি আদেশ প্রদান করিবেন ও তজ্জন্য তাঁহার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং, তিনি ঐরূপ আদেশ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া দাবি করেন এরূপ কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফী প্রদান সাপেক্ষে, তাঁহাকে ঐ আদেশের একটি প্রতিলিপি প্রদান করিবেন।

যেক্ষেত্রে কোন শংসাপত্র ব্যতিরেকে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে সেক্ষেত্রে করসমূহের আদায়।

৪। (১) যেক্ষেত্রে ১লা নভেম্বর, ১৯৫৬ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, দিল্লী ও আজমীর রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহে ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে বা ১৯৪৮-এর উহার পরে, এবং অন্য কোন রাজ্যক্ষেত্রে যে তারিখে সম্পত্তি ৩। হস্তান্তর (ভারত) অধ্যাদেশ, ১৯৪৮ ঐ রাজ্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হইয়াছিল সেই তারিখে বা উহার পরে, এই আইন যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হয় সেরূপ কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন কৃষিভূমি ভিন্ন অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থের যে হস্তান্তর করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে, ঐ সম্পত্তি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের আয়কর আধিকারিকের, ঐ ব্যক্তিকে এতৎপক্ষে অন্যূন এক মাস সময়সীমার নোটিস দিবার পরে, এরূপ প্রতীতি হয় যে, যে তারিখে ঐ হস্তান্তর কৃত হইয়াছিল সেই তারিখে এই আইন বলবৎ থাকিলে ৩ ধারায় ব্যবহৃত ভাষায় কোনও শংসাপত্র প্রদান করা হইত না, সেক্ষেত্রে তিনি ঐ হস্তান্তরের সকল বা যেকোন পক্ষ সম্পর্কে কর-বিষয়ক বিদ্যমান ও পূর্বানুমিত দায়িতাসমূহ প্রদর্শিত করিয়া একটি বিবৃতি সমাহর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) সমাহর্তা,(১) উপধারা অনুযায়ী কোন বিবৃতি প্রাপ্ত হইলে, ঐরূপ বিবৃতিতে প্রদর্শিত মোট অর্থ এইভাবে আদায় করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন যেন উহা ভূমি রাজস্বের বকেয়া ছিল, এবং ঐরূপ আদায়ী কার্যবাহের উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বোক্ত-রূপে হস্তান্তরিত সম্পত্তি এইভাবে গণ্য করিতে পারিবেন যেন উহা ঐ বিবৃতিতে নামিত ব্যক্তিবর্গের সকলের বা কোন একজনের মালিকানাধীন ছিল।

আপীলের অধিকার।

৫। কোন আয়কর আধিকারিকের ৩ ধারার (২) উপধারার বিধানসমূহ অনুযায়ী, শংসাপত্র প্রদান করিতে প্রত্যাখ্যানের আদেশের বিরুদ্ধে, ঐ আয়কর আধিকারিক যে আয়কর

কমিশনারের অধীন তাঁহার নিকট আপীল করা চলিবে, যদি ঐ আপীল ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐরূপ কমিশনারের নিকট উপস্থাপিত করা হয়; এবং কমিশনার তদুপরি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। এই আইনের বিধানসমূহ, তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে উহাদের সহিত অসমঞ্জস যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, কার্যকর হইবে। অন্যান্য বিধির উপর এই আইনের কার্য-কারিতা।

৭। কোন মোকদ্দমা, অভিশংসন বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন ব্যক্তি বা প্রাধিকারীর বিরুদ্ধে এরূপ কোন কার্য সম্পর্কে চলিবে না, যাহা সরল বিশ্বাসে এই আইন অনুযায়ী কৃত হয় বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত হয়। মোকদ্দমার বারণ।

৮। (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং, বিশেষতঃ, ৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রদেয় ফী বিহিত করিতে পরিবেন। নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

(২) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকা কালে সর্বমোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্গত হইতে পারে, এবং পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে যদি উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে সম্মত হন অথবা উভয় সদন সম্মত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে এ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমন ভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ পূর্বে ঐ নিয়ম অনুযায়ী কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুন্ন করিবে না।

৯। কর প্রদান (সম্পত্তি হস্তান্তর) অধ্যাদেশ, ১৯৪৮-এর অবসান হইলে, সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭-এর ৬ ধারা প্রযুক্ত হইবে, যেন ঐ অধ্যাদেশ, উহার অবসান কালে, কোন কেন্দ্রীয় আইন দ্বারা নিরসিত হইয়াছে। ১৯৪৮-এর ২১ অধ্যাদেশের অবসানের ফল।